একক ৯ ❐ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ বাক্যের গঠন

৯.৩.১ মৌলিক গঠন ঃ মৌলিক বাক্য

৯.৩.২ অ-মৌলিক গঠন ঃ অ-মৌলিক বাক্য

৯.৩.৩ সংযোগধর্মী বাক্য

৯.৩.৪ আশ্রয়ধর্মী বাক্য

৯.৪ বাক্যের প্রকার

৯.৪.১ প্রশ্নবোধক বাক্য

৯.৪.২ নঞর্থক বাক্য

৯.৫ সারাংশ

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাংলা বাক্যের গঠনগত ও প্রকারগত নানা দিক জানা যাবে।
- গঠনের দিক দিয়ে মৌলিক ও অমৌলিক বিন্যাসটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে।
- বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে তার নির্মাণ করি সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- কথার সঙ্গে আমাদের উচ্চারণে যে নানাবিধ সুর ও ঝোঁক যুক্ত হয়ে বক্তব্যকে বদলে দেয় সে ধারণা তৈরি হবে।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের ধারণাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা যায় সেদিকটিও বোঝা যাবে।

৯.২ প্রস্তাবনা

বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকাশ বিষয়ক আলোচনা এই এককে করা হবে। যখন আমরা কথা বলি তখন শুনতে পাই অনর্গল ধ্বনিস্রোত। আর আমাদের ধারণায় সেই ধ্বনিগুলির মিলিত রূপ শব্দ হয়। শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে তৈরি হয় বাক্য। সেই বাক্য জুড়ে জুড়ে এক দীর্ঘ বাক্য বা বাচন। বাক্য গঠনের পাশাপাশি বাক্যের বক্তব্যগত দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাক্যের মাধ্যমেই ভাবনা-চিন্তা বা বক্তব্য প্রকাশ পায়। সেই বক্তব্য বিষয়কে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার নানাধরনের প্রকাশগত দিক। বাক্যের গঠনে নেই সেই দিকগুলি নেয়। যেমন যদি কোনো নেতি বাচক বক্তব্য প্রকাশ করতে যাই তাহলে সেই ধরনের শব্দ কিংবা বলার ভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। এই এককে সেই বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

৯.৩ বাক্যের গঠন

হুমায়ুন আজাদ 'বাক্যতত্ত্ব' গ্রন্থে বাক্যের গঠনগত শ্রেণিকে আধার ভিত্তিক শ্রেণি হিসাবে দেখিয়েছেন। সাধারণভাবে গঠন অনুসারে বাক্য তিন ধরনের। সরল, যৌগিক ও মিশ্র।

১. সরলবাক্য (Simple Sentence)

একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় যুক্ত বাক্যকে সরল বাক্য বলা হয়। কখনো কখনো একটি বাক্যখণ্ড যদি পূর্ণভাব প্রকাশ করে তবে সেই বাক্যখণ্ড নিয়ে গঠিত বাক্যকে সরলবাক্য বলা হয়। আবার যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে এবং কোনো অধীন বাক্যখণ্ড থাকে না তাকে সরলবাক্য বলে। ইত্যাদি নানা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাম স্কুলে যায়। আমি থাকব না। সে এখানে এসেছিল ইত্যাদি বাক্য সরলবাক্য।

২. যৌগিকবাক্য (Compound Sentence)

যৌগিক বাক্যের নানা ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যথা, যে বাক্যে দুটি বা ততোধিক প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। কিম্বা, যৌগিক বাক্যে দুটি বা তার বেশি স্বাধীন বক্তব্য থাকে। অথবা, যৌগিক বাক্য হচ্ছে দুটি বা তার বেশি স্বাধীন বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য। এতে কোন অধীন বাক্যখণ্ড থাকে না। যেমন, ভোলা স্কুলে যাবে এবং অঙ্কের ক্লাস করবে। তুমি আসবে আর সে চেঁচাবে।

৩. মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence)

মিশ্র (Complex) বাক্য সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানে নানাবিধ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন, যে বাক্যে একটি বা একটির বেশি বিশেষণীয় বাক্যখণ্ড, ক্রিয়াবিশেষণীয় বাক্যখণ্ড বা বিশেষ্য বাক্যখণ্ড থাকে তাকে মিশ্র বাক্য বলে। কিংবা, দুই বা ততোধিক বাক্য খণ্ডের মিলিতভাব, যার মধ্যে একটি ভাব প্রধান ভাব আর অন্যগুলি অধীন বা আশ্রিতভাব প্রকাশ করে এমন শব্দগুচ্ছ হল—মিশ্রবাক্য। আবার, যে বাক্যে একটি প্রধান ও এক বা একের অধিক অপ্রধান বাক্যখণ্ড থাকে তাকে মিশ্র বাক্য বলে। যেমন, রাম বাড়ি এসে হাসানকে নিয়ে লাইব্রেরি যাবে।

৪. যৌগিক-মিশ্র বাক্য (Compound-Complex Sentence)

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী যৌগিক-মিশ্র (Compound-Complex) নামক একটি গঠনের কথা বলেছেন। দুই বা ততোযিধক স্বাধীন একক যুক্ত হলে যৌগিক-মিশ্র বাক্য হয়। যেমন, তারা এল এবং দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী যৌগিক-মিশ্র বাক্যকে পৃথক একটি শ্রেণি হিসাবে স্বীকার করেননি।

৯.৩.১ মৌলিক গঠন ঃ মৌলিক বাক্য

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে আমরা চার ধরনের বাক্য পাই তা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য গঠনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গঠন বিচারে বাক্যের অর্থ বা ভাব-প্রকাশ লক্ষ করা বিশেষ জরুরি নয়। সে কারণে, সরল, যৌগিক, জটিল বা মিশ্র, যৌগিক-মিশ্র এ ধরনের নামকরণ না করে গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করা সংগত বলে মনে করা উচিত।

সরলবাক্য যাকে বলা হয় তার মধ্যে গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা দেখা যায় — তা হল

- ❒ একটিমাত্র বাক্যখন্ড যুক্ত বাক্য-ই সরলবাক্য।
- ❒ সমাপিকা ক্রিয়া একটি থাকতে পারে না-ও থাকতে পারে।
- ❒ এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।

গঠন বিচারে মৌলিক একটি উপাদান অর্থাৎ একটিমাত্র বাক্যখন্ড নিয়ে গঠিত এই বাক্যকে সরলবাক্য না বলে মৌলিকবাক্য বলা উচিত [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন]।

- ❒ মৌলিকবাক্য গঠিত হবে একটিমাত্র বাক্যখণ্ড নিয়ে।
- ❒ সেই বাক্যখণ্ডটি গঠিত হবে দুটি পদগুচ্ছ দিয়ে। বিশেষ্যধর্মী ও ক্রিয়াধর্মী এই দুটি পদগুচ্ছের মধ্যে অন্যকোনো বাক্যখণ্ড থাকবে না।

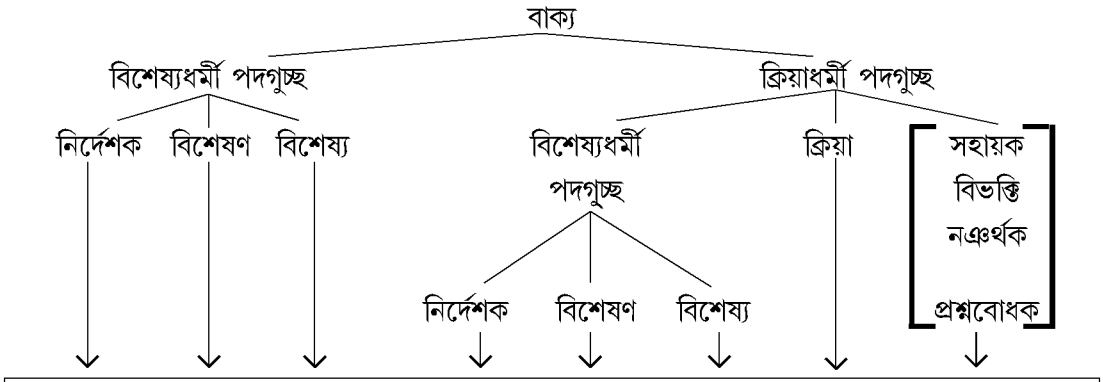

ঐ	অসুস্থ	লোকটা	এই	ভাঙা	গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ		লোক	এই	ভাঙা	গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ	অসুস্থ	লোক	এই		গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ		লোকটা	এই		গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা	এই		গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা			গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা			গাড়িতে	যাবে	কি ?
		লোকটা				যাবে	
						যাবে	কি ?

এই উদাহরণগুলির সবকটি মৌলিক বাক্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

৯.৩.২ অ-মৌলিক গঠন ঃ অ-মৌলিক বাক্য

একের বেশি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যকে অ-মৌলিক বাক্য বলা হবে। প্রচলিত ব্যাকরণের যৌগিক বাক্য, মিশ্র বাক্য, যৌগিক-মিশ্র বাক্য সবই অ-মৌলিক বাক্য হিসাবে বিবেচিত হবে। অ-মৌলিক বাক্য দু-ধরনের।

ক. সংযোগধর্মী বাক্য। যথা— সে এল আর চলে গেল। আমি বইটা নিলাম এবং বইটা ফেরত দিলাম।

খ. আশ্রয়ধর্মী বাক্য। যথা—সে এসে তারপর চলে গেল। আমি বইটা নিয়ে পরে বইটা ফেরত দিলাম।

সংযোগধর্মী বাক্য এবং আশ্রয়ধর্মী বাক্য নিয়ে এবার আমরা এক এক করে আলোচনা করব।

৯.৩.৩ সংযোগধর্মী বাক্য

"দুটি বা ততোধিক প্রধান বাক্যখণ্ড সংযুক্ত হলে, বাক্যটি সংজোযক অ-মৌলিক বাক্য (Co-ordination poly clause structure) হবে।" [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯২, ২০৯]

বাক্য সংযোগমূলকতা প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়।

ক. কথা বলার সময় বিরতি বা থামা আর লেখার ক্ষেত্রে কমা [,], সেমিকোলন [;] প্রভৃতি বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করে। যথা—রাম আজ এসেছে, কাল চলে যাবে। সে বলে গেল, চলে গেল না।

খ. যোজক হিসাবে সমুচ্চয়ী অব্যয় অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ও বিয়োজক অব্যয় ব্যবহার করে। যথা, রাম আজ এসেছে এবং কাল চলে যাবে। সে বলে গেল কিন্তু চলে গেল না।

এবং, আর, ও, সেজন্য, কাজেই, অতএব, সুতরাং, কিন্তু, বরং প্রভৃতি অব্যয় সংজোযক অব্যয়। আর বিয়োজক অব্যয় হল—কিংবা, অন্যথা, অথবা, নতুবা, নচেৎ, নয়তো বিনা বা প্রভৃতি অব্যয়। অর্থগত বৈচিত্র্য অনুসারে সমুচ্চয়ী অব্যয় সংযোজক বাক্যের অর্থটি বৈচিত্র্যপূর্ণ করে। যেমন—

১. যোজনামূলক। বাক্যখণ্ডগুলির বক্তব্য জুড়ে আছে। যথা—ও, এবং, তাই। সে যাবে এবং সে খাবে।

২. নিষেধমূলক। বাক্যখণ্ডগুলি জুড়েছে কিন্তু বক্তব্যকে নিষেধ করছে। যথা—বরং, কিন্তু, সুতরাং, অতএব...। সে যাবে সুতরাং তোমার যাবার দরকার নেই।

৩. অগ্রাধিকারমূলক। একটি বাক্যখণ্ডর বক্তব্যের তুলনায় অন্য বাক্যখণ্ডর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যথা—নতুবা, অন্যথা, নয়তো, নচেৎ...। তুমি এখানে যাবে নয়তো সে দুঃখ পাবে।

৪. সমনির্বাচনমূলক। দুটি বা ততোধিক বক্তব্য-র যে-কোনো একটি বেছে নেওয়া। যথা—বা কিংবা...। সে থাকবে কিংবা যাবে। আমরা কথা বলব বা তারা কথা বলবে।

পদগুচ্ছ গঠন অনুসারে সংযোগমূলক বাক্যগঠনটি এই ধরনের হবে—

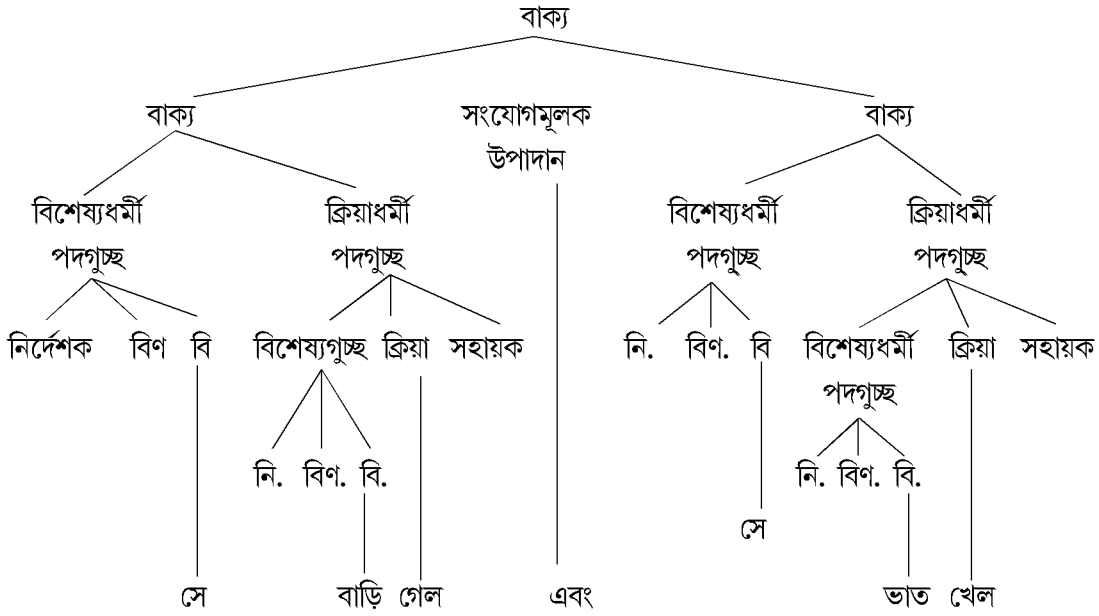

৯.৩.৪ আশ্রয়ধর্মী বাক্য

যে বাক্যে এক বা একাধিক প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে এবং অন্যান্য বাক্যখণ্ড তার অধীনে থেকে আশ্রয়মূলকতা স্বীকার করে তাকে আশ্রয়মূলক অ-মৌলিক বাক্য বলে। যেমন, সে থাকবে বলে আমি যাইনি। নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে বাক্যে আশ্রয়মূলকতা আনা হয়। যেমন,

১. একটি বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকায় পরিণত করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য তৈরি করা হয়।

যথা—বাক্য-১ রহিম বাড়ি যাবে। বাক্য-২ রহিম পড়তে বসবে। এই দুটি বাক্য জুড়ে আশ্রয়মূলক বাক্য হবে— যাবে > গিয়ে। রহিম বাড়ি গিয়ে পড়তে বসবে।

২. বলে জাতীয় অসমাপিকা, সমাপিকা ক্রিয়া র পর যুক্ত করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠন করা যায়। যেমন, সে যাবে বলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছে। সে করবে বলে একমাস ধরে তাকে খুঁজছি।

৩. সমাপিকা ক্রিয়ার পর 'যে', 'যখন', 'যেমন' জাতীয় শব্দ যোগ করে আশ্রয়মূলক বাক্য গঠন করা হয়। যথা, সে ভাবল যে এত আলো কোথায় গেল। সে বলল যখন সবাই চুপ করে গেছে।

৪. প্রতিনির্দেশক [যেমন...তেমন, যখন...তখন, যে...সে ইত্যাদি] যোগ করে আশ্রয়মূলক বাক্য তৈরি করা হয়। যথা, নাসিয়া যদি গান গায় তবে আমি গান গাইব। আমি যেখানে যাব, তুমিও সেখানে সেখানে যাবে।

আশ্রয়ধর্মী বাক্যের অধীন বাক্যখণ্ডগুলি প্রধান বাক্যখণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হতে চায়। ফলে, এই ধরনের বাক্যের গঠন নিম্নরূপ।

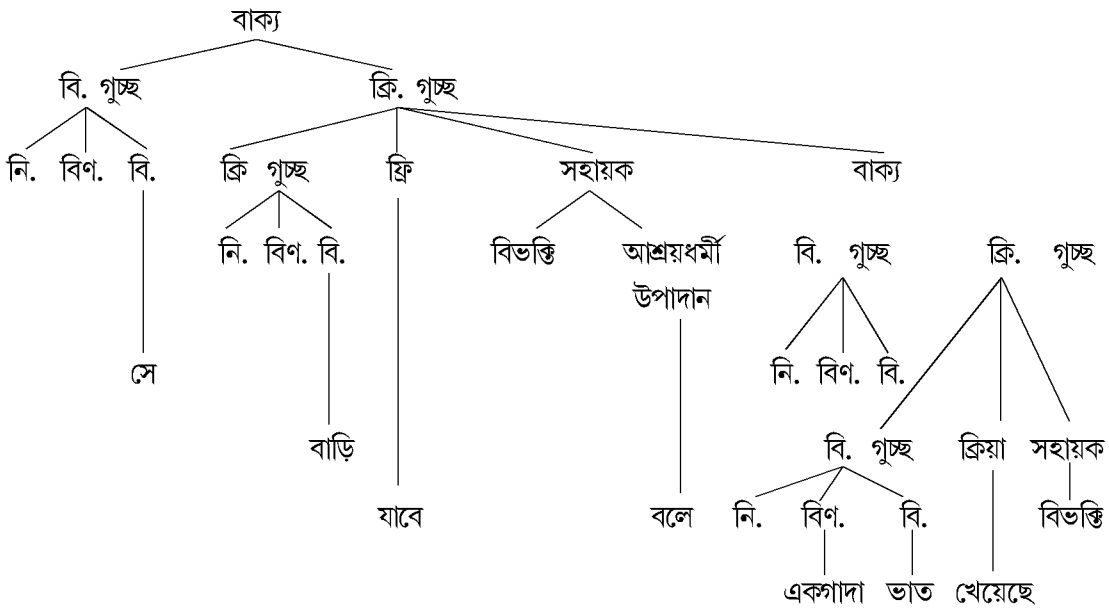

৯.৪ বাক্যের প্রকার

বাক্যের ভূমিকা বা ক্রিয়া (function) অনুসারে বাক্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃতি অনুসারে বাক্য চার ধরনের।

ক. উক্তি বা বিবৃতি (statement) মূলক বাক্য। যথা— সে এখানে এসেছিল।

খ. আবেগসূচক (exclamatory) বাক্য। যথা—ইস্! কি বিশ্রি দিনটা!

গ. আদেশ অনুজ্ঞাবাচক (command-wish) বাক্য। যথা — ওখানে যাও।

ঘ. প্রশ্নসূচক (Interrogative) বাক্য। ওখানে কী যাবে?

আবার অস্তিবাচক নেতিবাচক অনুসারে সদর্থক বাক্য ও নঞর্থক বাক্য এই দু ধরনের বাক্য হয়। একটি রেখাচিত্রে এগুলি দেখা যেতে পারে।

বাক্যের প্রকার		
সদর্থক	উক্তি বা বিবৃতিমূলক (Statement) আবেগসূচক (Exclamatory) আদেশ অনুজ্ঞাবাচক (Command-Wish) প্রশ্নসূচক (Interrogative)	নঞর্থক

এই চার প্রকারের বাক্য সদর্থক, নঞর্থক উভয়ই হতে পারে। ফলে, বাংলা ভাষায় মোট আট প্রকারের বাক্য পাওয়া যায়।

অনেকে আবেগসূচক বাক্যকে পৃথক শ্রেণিতে রাখতে চান না। আবার অনেকে বিবৃতি সূচক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ হিসাবে দাঁড়ি বা ফুলস্টপ বসে গেলে এ দুটিকে একই শ্রেণিতে রাখতে চান না। হুমায়ুন আজাদ বাক্যতত্ত্ব গ্রন্থে বিবৃতি-প্রশ্ন-অনুজ্ঞা-আবেগকে শ্রেণিকরণের মানদণ্ড ধরতে চান নি। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে এই শ্রেণিকরণ আমাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। কারণ, বাক্যের অর্থ নয়, বাক্যগুলির পদগত বিন্যাস বা গঠন থেকেই বাক্যের প্রকৃতি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের অধিধ্বনি (Suprasegment) আর বিবৃতিমূলক বাক্যের অধিধ্বনি এক নয়। মনে রাখতে হবে, ভাষাবিশ্লেষণ মুখের ভাষাকে নিয়েই করা হয় তাই দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি লেখার চিহ্নকে গুরুত্ব দেব না। বরং আমাদের উচ্চারণে প্রকাশিত সুর-ঝোঁক-স্বরের ওঠানামা প্রভৃতি বিষয় বাক্যের প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্ব পাবে।

ক. উক্তি বা বিবৃতিমূলক বাক্য।

বিভিন্ন সময় ভাষাবিজ্ঞানীগণ যে-সব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় কোন ঘটনা বা মত প্রকাশ কিংবা দৃঢ় বিবৃতি দেওয়া অথবা সত্য ঘটনাকে বিবৃত করা বা পেশ করা হয় যে বাক্যের মাধ্যমে তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। লেখার ক্ষেত্রে এই বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা ফুলস্টপ বসে। এর সঙ্গে আর একটি বিষয় যুক্ত করা যায়, যে বাক্য বলার সময় সুর বাক্যের শেষে উপরে উঠবে না কিম্বা আদিতে খুব বেশি ঝোঁক পড়ে না অর্থাৎ আগাগোড়া বাক্যটি প্রায় সমান্তরাল বা সামান্য কম বেশি সুর ও ঝোঁক অর্থাৎ অধিধ্বনি ব্যবহার করে উচ্চারিত হয় থাকে তাকে উক্তি বা বিবৃতি মূলক বাক্য বলা হবে। [উদয় কুমার চক্রবর্তী]। যেমন,

খ. আবেগ সূচক বাক্য

বিস্ময় বা আবেগ সূচক বাক্য তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করে।

তীব্র অনুভূতি চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

আবেগসূচক বাক্য চিৎকার প্রকাশ করে। আদেশ, ইচ্ছা, বাসনা জাগায়। আর সাধারণত বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন বসে।

আবেগসূচক শব্দ যুক্ত হতে পারে। যথা হায়, দশা, ছি ছি ইত্যাদি।

বিস্ময়সূচক বাক্যে কোনো ঘটনা, বিষয় বা বাস্তব কিংবা মনোভাব সম্পর্কে নানা অনুভূতি ও আবেগ বাক্য বিন্যাস ও অধিধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এখানে সুরের টেম্পো (Tempo) বা দ্রুতি অন্য প্রকারের বাক্যের থেকে আলাদা। আবেগ অনুসারে কখনো দ্রুত বা শ্লথ। সুরন্যাসের (Intonation) ক্ষেত্রে স্বর আবেগ বা বিস্ময়ের বিষয় অনুসারে উপরে উঠে যায়। স্বাভাবিকের থেকে বেশি ঝোঁক ব্যবহৃত হয়। [উদয় কুমার চক্রবর্তী]। যথা,

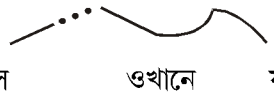

'সে'-র ওপর ঝোঁক কম। 'ওখানে'-তে সুর অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। 'যাবে'-তে ওপর থেকে নেমে আসছে।

গ. আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্য।

আদেশ, অনুরোধ, অভিশাপ জ্ঞাপন করে।

আদেশ, অনুরোধ, অভিশাপ সাধারণত মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা, কখনো কখনো প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া দিয়ে বোঝানো হয়। যথা,

ওখানে যাও [মধ্যম পুরুষ]

ভগবান তোমার ভালো করুন [প্রথম পুরুষ]

অধিধ্বনি ব্যবহার অন্যান্য প্রকার বাক্যের থেকে আলাদা। আদেশ-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়বে। অভিশাপ বাচক শব্দের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়বে। অনুরোধবাচক শব্দটির সুর প্রলম্বিত হবে [উদয় কুমার চক্রবর্তী]।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপাদান ব্যবহার এবং অধিধ্বনি ব্যবহারগত দিক দিয়ে এই তিন প্রকারের বাক্য আলাদা রূপ নিচ্ছে। প্রশ্নবোধক বাক্যও আলাদা। এবং নঞর্থক বাক্যও অনেক সময় নেতিবাচক শব্দ ছাড়াই অধিধ্বনিগত বৈচিত্র্য অনুসারে আলাদা হয়ে যায়।

৯.৪.১ প্রশ্নবোধক বাক্য

কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তা নানাভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ক. কেবলমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা। একে প্রায়-ভাষা বলে। যেমন, ভ্রু তুলে মাথাটা একবার নীচু থেকে উঁচুর দিকে তোলা।

খ. ইঙ্গিতের সঙ্গে ধ্বনি উচ্চারণ করে। উ, এ্যাঁ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে ইঙ্গিত যুক্ত করে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

গ. প্রশ্নসূচক ধ্বনি বা বাক্য ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়। এই তৃতীয় প্রকার প্রশ্ন অর্থাৎ প্রশ্নবাক্য নিয়ে আলোচনা করব।

১. প্রশ্নবোধক উপাদানহীন।

প্রশ্নবোধক উপাদান ব্যবহার না করে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানতে চাওয়া হয় অনেক সময়। যেমন, ঘটনাটা জানতে চাই। যা জানো বলো। কিন্তু এগুলি যথাযথ প্রশ্নবাক্য নয়।

২. অধিধ্বনি ব্যবহার করে।

স্বরভঙ্গি দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্য তৈরি হয়। শ্বাসগত, সুর, প্রভৃতি ব্যবহার করে বিবৃতিধর্মী বাক্যকেই প্রশ্নবাক্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

সে ওখানে যাবে।

'ও'-র ওপর শ্বাসাঘাত পড়ছে। 'যাবে' একটু টেনে বলা হচ্ছে। আর 'বে'-তে সুর ওপর উঠে যাচ্ছে। শ্বাসাঘাত, সুরন্যাস, দ্রুতি প্রভৃতি অধিধ্বনির মাধ্যমে বিবৃতিধর্মী বাক্য থেকে প্রশ্নবাক্যকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

৩. হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন।

উত্তরে হ্যাঁ কিংবা না বলা হয় এমন প্রশ্নবাক্যকে বলা হবে 'হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন'। পবিত্র সরকার আমাদের জানান যে, এর তৃতীয় একটি বিকল্প আছে। সেটি হল পাল্টা প্রশ্ন করা। যেমন,

প্রশ্ন — তুমি যাবে ?

উত্তর — প্রথম বিকল্প - হ্যাঁ

দ্বিতীয় বিকল্প - না

তৃতীয় বিকল্প - তুমি কি যাবে ?

ইয়েসপার্সেন (Jespersen) একে retorted question বলেছেন। আর হ্যাঁ-না সূচক প্রশ্নকে Philosophy of Languages (1924) গ্রন্থে Nexus Question বলেছেন। ইংরেজিতে এই হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নবাক্যকে Simple Interrogative Question বলা হয়।

বাংলায় হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নের দুটি উপাদান। শব্দগত (lenical) ও অধিধ্বনিগত (Suprasegmental)।

শব্দগত — তুমি কি যাবে ? এখানে কি প্রশ্নবাচক শব্দ।

অধিধ্বনিগত — তুমি যাবে ? এখানে অধিধ্বনিই প্রশ্ন তৈরি করছে।

হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নে সাধারণভাবে 'কি' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। তার নির্দিষ্ট স্থান বাক্যের শেষে। পবিত্র সরকার সজীব কর্তার পরই 'কি' বসে বলে জানান। [প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন, ১৯৮৬]। কিন্তু সঞ্জননী তত্ত্ব অনুসারে অব্যয় 'কি'-র অবস্থান সহায়ক অংশে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর কর্তার পর যে 'কি' পাওয়া যায় সাধারণভাবে সেটি সর্বনাম। যেমন,

তুমি খাবে কি ? খাওয়া নিয়ে হ্যাঁ-না প্রশ্ন।

তুমি কি খাবে ? খাওয়া বস্তু নিয়ে বস্তুগত প্রশ্ন।

কর্তা অজীব হলে 'কি' স্থান, সময় ইত্যাদি জ্ঞাপক শব্দের পরে বসবে। যথা,

বাড়িতে কি খুব লোকজন ? সকালে কি বৃষ্টি হচ্ছিল ?

শব্দ যুগলের মাঝখানে 'কি' বসতে পারে না। যথা,

তোর পক্ষে কি কাজটা সহজ। [তোর পক্ষে কি কাজটা সহজ ?]

৪. লগ্ন প্রশ্ন (Tag Question)।

লগ্ন প্রশ্ন বা লেজুড় প্রশ্ন (পবিত্র সরকার) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অনেকটা সমর্থন আদায়ের জন্য এই ধরনের লগ্ন প্রশ্ন তৈরি করা হয়। যেমন,

সে খুব ভালো, তাই না ? তুমি যেতে চাও, তাই তো ? এবার বৃষ্টি হয়নি, তাহলে ? সে এখনও এলো

না, তবে ? তো, তবে, তাহলে ইত্যাদি অনেক সময় ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বলে প্রশ্ন তৈরি করে। যথা, লেকাটা গেল শেষপর্যন্ত ? তুমি থাকছ তাহলে ?

৫. বস্তুগত প্রশ্ন।

কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কিংবা কোনো তথ্য বা খবর জানতে চাইলে এই জাতীয় বস্তুগত প্রশ্ন করা হয়। বস্তুগত ও হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন 'ক' প্রশ্ন। অর্থাৎ 'ক' আদ্যধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ দিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। বাংলা ভাষায় অজস্র রকমের 'ক' প্রশ্ন আছে। বচন ভেদে তার নানা রূপ আছে। এখানে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া হল—

একবচন — কে, কী, কাকে, কখন, কবে, কোন্, কোথায় ইত্যাদি।

বহুবচন — সমষ্টিবাচক — কারা, কোনগুলো, কাদের ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক — কে কে, কী কী, কাকে কাকে, কখন কখন, কবে কবে, কোন্ কোন্, কোথায় কোথায় ইত্যাদি।

এখানে প্রশ্নবাচক 'ক' প্রশ্ন শব্দ এবং পদের ভূমিকা উদাহরণ সহ দেখানো হল। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য পবিত্র সরকার রচিত 'প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন' (১৯৮৪, প্রমা) প্রবন্ধটি।

'ক' প্রশ্ন শব্দ	পদভূমিকা	উদাহরণ
কে, কোন্	কর্তা বিষয়ে প্রশ্ন	কোন লোকটা এসেছে
কী কর্	ক্রিয়া বিষয়ে প্রশ্ন	কী করছো ?
কাকে	মুখ্য কর্ম বিষয়ে প্রশ্ন	কাকে চাই ?
কখন, কবে, কতক্ষণ...	কাল বিষয়ে প্রশ্ন	কখন যাবে ?
কোথায়, যাই, কোথা থেকে..	স্থান বিষয়ে প্রশ্ন	কোত্থেকে আসছো ?
কাকে, কোন-কে	গৌণ কর্ম বিষয়ে প্রশ্ন	কোন লোককে চাও ?
কেমন, কী-রকম, কোন ধরনের	গুণ বাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কেমন ধারা লোক সে ?
ক-টা, ক-খানা, কতজন	সংখ্যা বাচক বিশেষ্য বিষয়ে প্রশ্ন	কতগুলো বই দরকার ?
কত(টা), কতখানি, ক...	পরিণাম বাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	ক গেলাস জল খাবে ?
কার, কোন - (বিশেষ্য)-এর...	সম্বন্ধবাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কোন হিসাবে একথা বললে ?
কেন, কী কারণে, কী হেতু...	ক্রিয়া বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কোন হিসাবে একথা
কীভাবে, কী দিয়ে, কেমন করে..	ক্রিয়ার ধরন বিষয়ে প্রশ্ন	কীরকমে যাবে।
কাকে দিয়ে, কার দ্বারা, কার সাহায্যে	ক্রিয়ার নিজস্ত কর্তা বিষয়ে প্রশ্ন	কার সাহায্যে সে গেল ?
কার	বিশেষ্যর সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন	এটা কার জামা ?

৯.৪.২ নঞর্থক বাক্য

নানাভাবে নেতিবাচক প্রকাশ হতে পারে। যেমন,

ক. আকার-ইঙ্গিত অর্থাৎ প্রায় ভাষা ব্যবহার করে। যেমন, দুপাশে ঘাড় নেড়ে বা হাত নেড়ে না বোঝান হয়।

খ. প্রায় ভাষা ও কথা মিলিত ভাবে। হাত নাড়াবে সঙ্গে মুখেও 'না' বলা।

গ. কথা বলে।

১. নেতিবাচক শব্দহীন নঞর্থক বাক্য।

ক. কথা বলার সময় নেতিবাচক নয় এমন শব্দ ব্যবহার করে বা একধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার না করে ও নঞর্থক বাক্য তৈরি হতে পারে। যেমন, অনিচ্ছা বোঝাতে 'উঁহু' জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা বা 'কচু' ঘণ্টা জাতীয় শব্দ যোগ করা। যেমন, এতে আমার ঘণ্টা হবে।

খ. 'মরতে' জাতীয় ক্রিয়াপদ, 'খামোখা', 'মিছিমিছি' জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণ, ভালো, মস্ত, ভারী জাতীয় বিশেষণ, 'বয়ে গেছে', 'দায় পড়েছে', জাতীয় ইডিয়ম ব্যবহার করে নেতিবাচক বাক্য তৈরি করা হয়। যথা,

মরতে এলে কেন ?

মিছিমিছি খাটছো।

এসবে আমার বয়ে গেছে।

গ. প্রশ্নবাক্য, বিস্ময়সূচক বাক্য, প্রতিস্পর্ধী বাক্য ব্যবহার করেও নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করা হয়। যথা,

কিসের দরকার ? [= দরকার নেই] প্রশ্নবাক্য

আপনি তো মশাই খুব গেলেন ! [= গেলেন না] বিস্ময়সূচক বাক্য

দেখাবো এসো কি করেছো - [= করো নি] প্রতিস্পর্ধী বাক্য

ঘ. নেতিবাচক শব্দযুক্ত নঞর্থক বাক্য

উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি প্রভৃতি যোগ করে শব্দকে নেতিবাচক করা হয়। যেমন, হা-ভাতে, বিয়োগ, নাজেহাল ইত্যাদি। এগুলি বাক্যকে নেতিবাচক করে না। নেতিবাচক উপাদান হিসাবে নঞর্থক অব্যয় ও নঞর্থক ক্রিয়া পাওয়া যায়।

ক. না - নি।

ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বাক্যে 'না' ব্যবহৃত হয়। যথা — আমি না। বইটা না। ইত্যাদি। আগের ক্রিয়াপদটি লোপ পায়। যে-কোনো কালে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া বিশেষণ 'নি'-র আগের ক্রিয়াপদটি লোপ পাবে না। যেমন, দেখি নি। বলি নি। কেবলমাত্র অতীতকালে নি ব্যবহৃত হয়। 'নি' টি পূর্ববর্তী ক্রিয়ার অতীত কালকে বোঝায়।

সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে 'না' বসে। যথা,

সমাপিকা ক্রিয়া	+	না	+	অসমাপিকা ক্রিয়া	+	সমাপিকা ক্রিয়া
		না	বসে			এসেছেন
দেখল		না				

'না' ও 'নি' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে লক্ষ করা যেতে পারে।

'না' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য	'নি' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য
১. যে-কোনো কাল বা প্রকারের পর না বসে। যাই না ও যাচ্ছি না।	১. অতীতবাচক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নি বসে। দেখি নি। বলি নি।
২. ক্রিয়ার রূপমত পরিবর্তন হয় না।	২. 'নি'-আগে ক্রিয়ায় নিত্য বর্তমান রূপ গ্রহণ করে।
৩. ক্রিয়ার কালগত কোনো বোধ তৈরি করে না।	৩. ক্রিয়ার কালগত বোধ তৈরি হয়।
৪. হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।	৪. হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর হয় না।
৫. একাই একটি বাক্য হতে পারে।	৫. একাই একটি বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।
৬. অসমাপিকার আগে বসে। কখনো সমাপিকার আগে বসতে পারে।	৬. অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসতে পারে না।
৭. কোথাও কোনও [ক্রি+অতীত+না] দেখা যায়। এটা আর বললাম না।	৭. বাক্যের প্রথমে বসে না।

বিভিন্ন পক্ষে (= পুরুষ বা Person) হবে বা 'না', 'নি' ব্যবহৃত হয়। যেমন,

যাই না যাই নি

যাও না, যাও নি

'না' বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত হয়। 'নি' কেবলমাত্র অতীতকালে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে নানাস্থানে 'না' বসে। নানারকম তার ভূমিকা। যেমন,

১. কর্ম-র ভূমিকা। তুমি না বলবে না।

২. ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বসছে। বলবে না।

৩. অসমাপিকার আগে বসছে। না বলে এসেছি।

৪. হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তর হিসাবে এক বা একাধিক না বসতে পারে। খাবে কি ?—না না না খাবো না।

৫. লগ্ন প্রশ্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সে খুব ভালো তাই না ?

৬. যৌগিক ক্রিয়াপদে উভয় ক্রিয়ার মাঝখানে বসতে পারে। কেঁদে ফেলা। সে কেঁদে না ফেলে।

৭. 'বরং' জাতীয় অর্থ বা নির্বাচনের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে 'না' বসে। না হয় একটু কথাই শুনলে।

৮. আলঙ্কারিক 'না' ব্যবহৃত হয়। হোক না ক্ষতি।

৯. বেশি মাত্রায় আলঙ্কারিক 'না' মুদ্রাদোষে হয়ে যায়। সে না আজ না কি কথাটা না বলল।

১০. অনেকক্ষেত্রে 'না'-র অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে। এগুলি সাধারণত নির্বাচনমূলক অর্থ প্রকাশ করে। যদি না-চাও তবে চলে যাচ্ছি। চাও-এর আগে না বসবে। পরে বসবে না।

খ. নয়।

নঞর্থক 'নয়' ক্রিয়া আসলে 'হয়' ক্রিয়ার নেতিবাচক রূপ। 'নয়' ক্রিয়া কোনো কিছু হওয়া বা অস্তিত্ব, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়কে অস্বীকার করে। 'নয়' ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থান বাক্যের শেষে। পথ অনুসারে এর রূপান্তর ঘটে। যথা,

বক্তা পক্ষ — নই

শ্রোতা পক্ষ (সাধারণ) নও

শ্রোতা পক্ষ (নৈকট্যবাচক) - নোস্

ভিন্ন পক্ষ, সাধারণ - নয়

সম্মানবাচক পক্ষ - নন

কোনও স্বভাব বা প্রকৃতি বোঝাতে নয় ক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ভাতটা গরম নয়। তুমি তেমন দাতা নও। সে ঠান্ডা নয়।

গ. নেই।

'নেই' ক্রিয়া একরূপবন্ধ। 'আছে'-র অস্বীকৃতি বা নিষেধ বোঝাতে 'নেই' ব্যবহার হয়। পক্ষ অনুসারে 'আছে'-র রূপগত বদল ঘটে। কিন্তু 'নেই' সবসময়ে একই রূপ নেয়। যেমন,

প্রাণীবাচক - আমি নেই। সে নেই। অপ্রাণীবাচক - বই নেই।

ঘ. নিষেধাত্মক অসমাপিকা।

নিষেধাত্মক অসমাপিকা হিসাবে 'নইলে', 'নাহলে' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলি আরেকটি বাক্যকে জুড়ে দিয়ে আশ্রয়মূলক বাক্য তৈরি করে। যেমন,

সে এখানে থাকবে না হলে সে যাবে কোথায় ?

বাক্য সংযোগের ক্ষেত্রে 'নয়তো' এই একই কাজ করে। যেমন,

তুমি থাকবে নয়তো সে ভয় পাবে।

ঙ. প্রতিনির্দেশক ব্যবহার।

প্রতিনির্দেশক হিসাবে 'হয়-নয়', 'হয়-নয়তো', 'হয়-না-হয়', 'হয়-নচেৎ' প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণত নির্বাচন মূলক। কোনো একটি বাছাই করার কথা বলা হয়। যেমন,

রাম হয় থাকবে নয়তো চলে যাবে।

সে হয় বলবে নয়তো বলবে না।

হয় থাকো না হয় থেকো না চলে যাও।

হয় পড়া মন দিয়ে করবে নচেৎ কোথাও যেতে পারবে না।

চ. মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্যর গুরুত্ব।

আধুনিককালে মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ইতিবাচক বাক্য বলার থেকে নেতিবাচক বাক্য বেশি সময় নেয় না কম সময় নেয় তা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা করা হয়েছে। সদর্থক বাক্যর তুলনায় নঞর্থক বাক্য আরও বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। কারণ নঞর্থক বাক্য মানে দুটি ধারণা একটি ইতিবাচক অন্যটি নেতিবাচক। ইতিবাচক ধারণাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তৈরি হয় নেতিবাচক বাক্য। তাই নেতিবাচক বাক্য বেশি যুক্তিপূর্ণ।

৯.৫ সারাংশ

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যকে মৌলিক বাক্য বলব। একাধিক বাক্যখণ্ডযুক্ত বাক্যকে বলা হয় অ-মৌলিক বাক্য। অ-মৌলিক বাক্যের সব বা অধিকাংশ বাক্য প্রধান বাক্যখণ্ড হলে তাকে সংযোগধর্মী বাক্য এবং অধিকাংশ বাক্য অপ্রধান বাক্যখণ্ড হলে তাকে আশ্রয়ধর্মী বাক্য বলা হবে।

চার প্রকারের বাক্য-উক্তি বা বিবৃতিমূলক, আবেগমূলক, আদেশ অনুজ্ঞাবাচক এবং প্রশ্নবাচক বাক্য সদর্থক নঞর্থক ভেদে মোট আট ধরনের হতে পারে। প্রশ্নসূচক বা প্রশ্নবোধক বাক্য নানা ধরনের হতে পারে। প্রশ্নবোধক উপাদানহীন বা প্রশ্নবোধক উপাদান যুক্ত ইত্যাদি। এছাড়া হাঁ-না বাচক প্রশ্ন, বস্তুগত প্রশ্ন, লগ্ন প্রশ্ন, অধিধ্বনি ব্যবহার করে প্রশ্ন প্রভৃতি নানা ধরনের জানা বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক শব্দহীন নঞর্থক বাক্য এবং নেতিবাচক শব্দযুক্ত নঞর্থক বাক্য পাওয়া যায়। মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্য নিয়ে নানা গবেষণা করা হয়েছে।

৯.৬ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. মৌলিক বাক্য, খ. সংযোগধর্মী বাক্য, গ. আশ্রয়ধর্মী বাক্য, ঘ. উক্তি বা বিবৃতিমূলক বাক্য, ঙ. আবেগমূলক বাক্য, চ. আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, ছ. প্রশ্নবোধক বাক্য, জ. হ্যাঁ-না প্রশ্ন, ঝ. নঞর্থক বাক্য, ঞ. লগ্ন প্রশ্ন, ট. 'না' - 'নি', ঠ. 'নয়'-নেই।

২. প্রথানুসারী ব্যাকরণে বাক্যের গঠন অনুসারে যে শ্রেণি পাওয়া যায় সেগুলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩. মৌলিক ও অ-মৌলিক বাক্য গঠন বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

৪. সংযোগধর্মী ও আশ্রয় বাক্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৫. বাক্য কত প্রকারের এবং কী কী উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৬. প্রশ্নবোধক বাক্য কত প্রকারের হতে পারে তা নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৭. নঞর্থক বাক্যের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৩ বাংলা ব্যাকরণে বচন ও নির্দেশক, চেনামুখ, অক্টোবর, পৃ. ৬১-৬৯।

১৯৮৬, প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন, প্রথা, জুলাই-সেপ্টেম্বর।

১৯৯৮, বাংলা, রূপতত্ত্বের ভূমিকা, বহুবচন, ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১ম সংখ্যা।